রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, নভেম্বর ২৩, ২০১৪

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ মোতাবেক ২৩ নভেম্বর, ২০১৪

নিম্নলিখিত বিলটি ০৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২১ মোতাবেক ২৩ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং ২২/২০১৪

The Official Vehicles (Regulation of use) Ordinance, 1986 রহিতক্রমে সরকারি যানবাহনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু, সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৪নং আইন) অতঃপর পঞ্চদশ সংশোধনী বলিয়া উল্লিখিত, দ্বারা সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বিলুপ্তির ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ, অতঃপর "উক্ত অধ্যাদেশসমূহ" বলিয়া উল্লিখিত, অনুমোদন ও সমর্থন (ratification and confirmation) সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১৯ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু, সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ এ সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (সপ্তম সংশোধন) আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ১নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ার ফলশ্রুতিতেও উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

যেহেতু, প্রজাতন্ত্রের কর্মের ধারাবাহিকতা, আইনের শাসন, জনগণের অর্জিত অধিকার সংরক্ষণ, বহাল ও অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত, জনস্বার্থে, উক্ত অধ্যাদেশসমূহ এবং উহাদের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, ইত্যাদির কার্যকরতা প্রদান আবশ্যক; এবং

যেহেতু দীর্ঘসময় পূর্বে জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক যথানিয়মে নূতনভাবে আইন প্রণয়ন করা সময় সাপেক্ষ; এবং

যেহেতু পঞ্চদশ সংশোধনী এবং সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের প্রদত্ত রায়ের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট আইনী শূন্যতা সমাধানকল্পে সংসদ অধিবেশনে না থাকাবস্থায় আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল বলিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি ২১ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ২নং অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করেন; এবং

যেহেতু সংবিধানের ৯৩(২) অনুচ্ছেদের নির্দেশনা পূরণকল্পে উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখিবার স্বার্থে সরকার ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৭ নং আইন) প্রণীত হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল ষ্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিবার জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত রহিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে Official Vehicles (Regulation of use) Ordinance, 1986 এর বিষয়বস্তু বিবেচনাক্রমে উহা পরিমার্জনপূর্বক একটি নূতন আইন প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই আইন সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) "যানবাহন" অর্থ যে কোন ধরনের যন্ত্রচালিত যান যাহা রাস্তা বা সড়কে জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বা নির্মাণ বা ব্যবহার করা হয় এবং যাহার চালিকা শক্তি উহার বাহির বা ভিতর বা অন্য কোন উৎস হইতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে, এবং কাঠামো সংযুক্ত হয় নাই এমন চ্যাসিস ও ট্রেইলারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে; তবে সংস্থাপিত রেলপথ দিয়া চলাচলকারী বা ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব অঙ্গনে চালিত যানবাহন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না ;

(২) "সরকারি কর্মচারী" অর্থ সরকারের, স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অথবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার চাকরিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি ; এবং

(৩) "সরকারি যানবাহন" অর্থ সরকার, স্বায়ত্বশাসিত বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা কর্তৃক সংস্থানকৃত বা উহার মালিকানাধীন কোন যানবাহন।

৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—(১) কোন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক সরকারি যানবাহনের অপব্যবহার রোধকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, বিধি দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা :—

(ক) কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকারি যানবাহন পরিদর্শন ও পরীক্ষাকরণ ;

(খ) উক্ত বিধিমালায় বর্ণিত কোন বিধান লংঘনের ফলে সরকারি যানবাহন বরাদ্দ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দকৃত গাড়ীর মূল্যের অধিক নহে এইরূপ পরিমাণ জরিমানা আরোপ ;

(গ) জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি।

(৩) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলির কোন বিধান ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত বিধিমালার কোন বিধানের লঙ্ঘন সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর জন্য প্রযোজ্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোন আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অসদাচরণ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪। **আইন ও বিধিমালার প্রাধান্য**।—এই আইন ব্যতীত আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইন বা ইনস্ট্রুমেন্ট বা দলিলে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৫। **অব্যাহতি**।—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার সকল বা যে কোন বিধানের প্রয়োগ হইতে কোন সরকারি কর্মচারী বা যে কোন শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীকে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance 1986 (Ord.VI of 1986), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও—

(ক) উক্ত Ordinance এর অধীন কৃত কোন কাজ-কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) উক্ত Ordinance এর অধীন প্রণীত কোন বিধি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং উহা এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়া বলিয়াছে গণ্য হইবে; এবং

(গ) এই আইন প্রবর্তনের তারিখে উক্ত Ordinance এর অধীন গৃহীত কোন কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন করিতে হইবে বা চলমান থাকিবে যেন উক্ত Ordinance রহিত হয় নাই।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

The Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance 1986 গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬ তারিখে প্রকাশ করা হয়। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২নং অধ্যাদেশ) দ্বারা রহিত করা হয়। অধ্যাদেশসমূহ বাংলা ভাষায় প্রণয়নের সিদ্ধান্ত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারের মতামত গ্রহণপূর্বক 'সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৪' প্রণয়ন করা হয়। অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করা প্রয়োজন। অধ্যাদেশটি আইনে পরিণত করার জন্য এই বিলটি উপস্থাপন করা হইল।

ইসমাত আরা সাদেক
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd